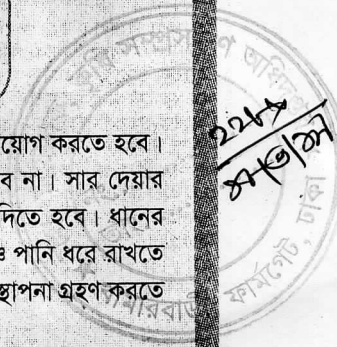


DD (1ST)
 P.M. Publications website
 ১৬/১১/১৬

চৈত্র মাসের কৃষি

(১৫ মার্চ-১৩ এপ্রিল)



বোরো ধান: দেহিতে রোপনকৃত চালায় ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া দিয়ে থাকলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে না। সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। ধানের সপ্তম পিকিংয়ের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শনসহ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উন্নয়ন	হবে
প্রকল্প পরিকল্পনা	হবে
অতি: পরিচালক	ভূট্টা (যবি): জমিতে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রঙ ধারণ করলে এবং পাতার ভিত্তি অবকাঠামো উন্নয়ন ও জলসিচি বৃষ্টি কিস্টা হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে শুকনো আবহাওয়ায়
ব্যক্তিগত সহকারী / প্রধান	ভূট্টা (খরিফ): এ মাসে গ্রীষ্মকালীন ভূট্টার বীজ বপন করতে হবে। খরিফ মৌসুমের জন্য ভূট্টার উন্নত জাতগুলো হলো বারি হাইব্রিড ভূট্টা-৫, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-৯, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-১০, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-১৪, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-১৫।
ডায়েরী নং-	পাট: চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত পাটের বীজ বপন করা যায়। পাটের ভালো জাতগুলো হলো ও-৯৮৯৭, বিজেআরআই তোষা পাট-৪, বিজেআরআই তোষা পাট-৫, বিজেআরআই তোষা পাট-৬, বিজেআরআই তোষা পাট-৭, বিজেআরআই দেশি পাট-৫, বিজেআরআই দেশি পাট-৬, বিজেআরআই দেশি পাট-৭, বিজেআরআই দেশি পাট-৮ ও বিজেআরআই দেশি পাট-৯।

২৭৪

২৫/৩

অন্যান্য মাঠ ফসল: মাঠে থাকা রবি ফসলের মধ্যে চীনা, কাউন, আলু, মিষ্টিআলু, চীনাবাদাম, পেঁয়াজ, রসুন এসব দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলতে হবে।

শাকসবজি: গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি (গ্রীষ্মকালীন টমেটো, টেঁড়স, বেগুন, করলা, ঝিঙা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটোল, কাঁকরোল, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, লালশাক, পুঁইশাক এসব) চাষের জন্য এ মাসেই বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে।

গাছপালা: এ সময় বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের পরিমাণ কমে আসে। এ অবস্থায় গাছের গোড়ায় নিয়মিত পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আম ও কাঁঠালে রোগ ও পোকামাকড় দমনের জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে। কলাবাগানের পার্শ্ব চারা, মরা পাতা কেটে দিতে হবে। পেঁপের চারা রোপণ করতে পারেন এ মাসে। নার্সারিতে চারা উৎপাদনের জন্য বনজ গাছের বীজ বপন করতে পারেন। বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় মাটি ও জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

২০১৮
 ১৬/৩/১৮

ফার্মগেট, ঢাকা